যুগান্তর

তারিখ ... 17 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2 .....

স্কুলছাত্র হত্যার সদুত্তর

স্কুলছাত্র হত্যার সদুত্তর দিতে পারেনি বিএসএফ

সীমান্তের ঘটনায় যৌথ তদন্ত হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকার পিলখানায় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) ছয় দিনের সম্মেলন সোমবার শেষ হয়েছে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সীমান্তে দু'দেশের নাগরিকদের হতাহতের যে কোনো ঘটনা যৌথভাবে তদন্ত করা হবে। এর মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত প্রতিবেদন বেরিয়ে আসবে। যারাই হতাহতের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে বিএসএফ মহাপরিচালক কেকে শর্মাসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা শনিবার বাংলাদেশ সফরের সময় বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের গোয়ালপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশী স্কুলছাত্র শিহাব (১৬)। কিন্তু

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এ ঘটনার সদুত্তর দিতে পারেননি বাংলাদেশ সফররত বিএসএফ প্রধান। ওইদিন সীমান্তের একটি আম বাগানে আম পাড়ার সময় বিএসএফ সদস্যরা শিহাবকে গুলি করে হত্যা করে।

স্কুলছাত্র হত্যার ঘটনার সময় শনিবার কেকে শর্মার উপস্থিতিতে বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলন চলছিল। ওইদিন সম্মেলনের অংশ হিসেবে তিনি রাঙ্গামাটি সফরে ছিলেন। সাংবাদিকরা জানতে চান, তিনি যখন বাংলাদেশ সফর করছেন, এ সময়ই বাংলাদেশী স্কুলছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হল, এতে তিনি অপমান বোধ করছেন কিনা? এই প্রসঙ্গে কেকে শর্মা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

এ সময় বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিজিবি প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিএসএফের উচ্চপর্যায়ের একটি দল ঘটনাস্থল সফর করেছে। তদন্তে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিএসএফ মহাপরিচালক। এছাড়া রোববার বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক হয়। সেখানে বিজিবির দাবির প্রেক্ষিতে সাত বিএসএফ সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়।

এর আগে বিএসএফ মহাপরিচালক বলেন, 'স্কুলছাত্র শিহাব নিহত হওয়ার ঘটনায় বিএসএফের সিমানগর কোম্পানি কমান্ডার অনুভব আত্রাইয়াসহ সাত সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত আছে। তদন্তে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বিজিবি ও বিএসএফের মহাপরিচালক পর্যায়ের এ সম্মেলন শুরু হয় ১১ মে। সম্মেলনে ভারতের ২১ ও বাংলাদেশের ২৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেন। সোমবার রাজধানীর পিলখানায় যৌথ আলোচনার দলিল হস্তান্তর ও প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। এদিন জয়েন্ট রেকর্ড ডিসকাশন (জেআরডি) হস্তান্তরের পর বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, সীমান্তে দু'দেশের নাগরিকদের হতাহতের যে কোনো ঘটনা যৌথভাবে তদন্ত করবে বিজিবি। যার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত প্রতিবেদন বেরিয়ে আসবে। যারাই হতাহতের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, 'বিএফএফের সঙ্গে বিজিবি সদস্যদের কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও দু'দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সফরের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের সাংবাদিকদেরও নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি বলেন, দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা, সীমান্তের ওপার থেকে বাংলাদেশে ফেনসিডিল, অ্যালকোহল, গাঁজা, হেরোইনসহ মাদকদ্রব্য চোরাচালান বন্ধ করা, বাংলাদেশী নাগরিকদের আটক, অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম, অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচার, আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়নমূলক নির্মাণ কাজ এবং উভয় দেশের সীমান্তে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজে সহায়তার বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে।

বিএসএফ প্রধানের কাছে জানতে চাওয়া হয়— সীমান্ত হত্যা বন্ধে আগেও প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিএসএফ সেটা রক্ষা করছে না। এর কারণ কী? জবাবে তিনি বলেন, সীমান্তে চোরাকারবারি, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিএসএফ সদস্যরা আক্রান্ত হয়। তখন তারা প্রাণ রক্ষার্থে গুলি করে। এ সময় তিনি বিগত দুই বছরে বাংলাদেশী চোরাকারবারিদের হাতে বিএসএফ সদস্য আহত-নিহত হওয়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা ক্যাটল স্মাগলার, ড্রাগ স্মাগলারসহ অনেককেই ধরি। গত ৫ মাসে সীমান্তে ৪৭ জনকে আটক করা হয়েছে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিলেই কেবল গুলির প্রসঙ্গ আসে। এছাড়া বিএসএফ গুলি করে না। এ বিষয়টি কীভাবে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা যায় তার বিকল্প চিন্তা চলছে।' ফেলানী হত্যার বিচার সম্পর্কে জানতে চাইলে কেকে শর্মা বলেন, 'বিষয়টি এখন ভারতের সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন। এ কারণে এ বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।' তিনি বলেন, অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘনের ঘটনা না ঘটলে সীমান্ত হত্যা জিরো লেভেলে নামিয়ে আনা সম্ভব।

বিএসএফের শাস্তি দাবি শিহাবের পরিবারের : শিহাবের পরিবার দোষী বিএসএফ সদস্যদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। মা দেলওয়ারা বেগম ও ছোট বোন জেসমিন খাতুন জানান, আর কোনো বাংলাদেশীকে যাতে সীমান্তে হত্যার শিকার না হতে হয়, সে বিষয়ে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। একমাত্র ভাই শিহাবকে হারিয়ে বড় বোন নাসরিন খাতুন সোমবার দুপুরে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

শিহাবের গ্রামের বাড়ি গোয়ালপাড়ায় বর্তমানে শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে। স্থানীয় গ্রামবাসী হাফিজুর রহমান জানান, সীমান্ত এলাকার সব আম বাগানে রোববার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আম পাড়া বন্ধ রয়েছে। রেজাউল করিম নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গ্রামের এনামুল হকের শ্রমিক হিসেবে একটি দলের সঙ্গে শনিবার নতুনপাড়া সীমান্তের একটি আমবাগানে যায় শিহাব। এ সময় শিহাব ও তার চার বন্ধু গাছে ওঠে। নিচে ৬-৭ জন ছিল। হঠাৎ বিএসএফ ধাওয়া করলে যারা নিচে ছিল তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে শিহাবদের গাছ থেকে নামিয়ে বিএসএফের সদস্যরা বেধড়ক মারধর করে। পরে খুব কাছ থেকে শিহাবকে গুলি করে হত্যা করা হয়।